১। 'জানা' ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থ (The different uses of the verb 'to Know') :

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা 'জানা', 'জ্ঞান' ইত্যাদি শব্দগুলি প্রায়ঃশই ব্যবহার করি। কিন্তু এই শব্দগুলির সঠিক অর্থ বলতে পারি না। প্রথম অধ্যায়ে শাস্ত্র হিসেবে দর্শনের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, পাশ্চাত্ত্য দেশে 'ফিলসফি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। কাজেই জ্ঞান কি, বা 'জানা' বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। দৈনন্দিন জীবনে 'জানা' কথাটি আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। যেমন, আমরা বলি—

আমি শ্রী বিশ্বনাথ লাহাকে জানি,

প্রতিমা জয়তীকে জানে,

আমি সাঁতার কাটতে জানি,

চন্দন মোটর গাড়ী চালাতে জানে,

আমি জানি যে, সি. ভি. রমন একজন উচ্চমার্গের বিজ্ঞানী।

আমি জানি যে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ অরুণ চক্রবর্ত্তী মশায় প্রয়াত হয়েছেন।

উপরে প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে 'জানা' কথাটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা নীচে এই তিনটি অর্থ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হসপার্স বলেন—'জানা' কথাটি ভ্রমাত্মক; এটিম সব সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।' অধ্যাপক হসপার্সকে অনুসরণ করে 'জানা' ক্রিয়াপদটির তিনটি অর্থ একে একে আমরা আলোচনা করব ঃ

(ক) পরিচিতিমূলক জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান (Knowledge by acquaintance or Knowledge of things) ঃ

এই অর্থে 'জানা' কথাটির দ্বারা সাক্ষাৎ পরিচয়কে বোঝান হয়। উপরে প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে প্রথম দুটি বাক্যে 'জানা' কথাটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'জানা' মানে 'চেনা'। 'জানি', 'জানে' এই কথাগুলি বাদ দিয়ে এই বাক্যগুলিকে এভাবে রূপান্তরিত করা যায় ঃ

এক অর্থে 'জানা' কথাটির দ্বারা সাক্ষাৎ পরিচয়কে বোঝান হয়

আমি বিশ্বনাথ লাহাকে জানি = আমি বিশ্বনাথ লাহাকে চিনি;

প্রতিমা জয়ন্তীকে জানে = প্রতিমা জয়ন্তীকে চেনে।

'আমি বিশ্বনাথ লাহাকে জানি (মানে-চিনি)'—এর দ্বারা আমি যা বোঝাতে চাই, তা হল, বিশ্বনাথ লাহার সম্বন্ধে আমার কিছু তথ্য জানা আছে। যেমন, আমি জানি—বিশ্বনাথ লাহা একজন চতুর ব্যক্তি; সে একজন সৎ ব্যবসায়ী; সে অপরের দুঃখে আনন্দিত হয়। আবার, এসব তথ্য জানা না থাকলেও, যদি একবার মাত্র আমার সঙ্গে বিশ্বনাথ লাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, তাহলে শুধুমাত্র একবার সাক্ষাতের উপর ভিত্তি করেই আমি বলতে পারতাম—'আমি বিশ্বনাথ লাহাকে জানি'। এই অর্থে আমরা অনেককেই জানি। ঠিক এই অর্থে আমি আমার লালবাবা কলেজের এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের জানি (অর্থাৎ চিনি)। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের আমি এই অর্থে জানি (অর্থাৎ চিনি)। কিন্তু বর্তমান যুগের কোন মানুষের পক্ষেই এই অর্থে সেক্সপীয়ারকে (Shakespeare) জানা (অর্থাৎ চেনা) সম্ভব নয়। আমরা জানি সেক্সপীয়ার একজন প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন; তিনি হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি নাটক রচনা করেছিলেন। সেক্সপীয়ারের জীবন সম্পর্কে আরও অনেক নিখুঁত তথ্য আমাদের জানা থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটা কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই এই অর্থে (অর্থাৎ, সাক্ষাৎ পরিচিতির অর্থে) আমাদের পক্ষে সেক্সপীয়ারকে জানা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, 'জানা' শব্দটির একটা অর্থ হল পরিচিতিমূলক জ্ঞান (Knowledge by acquaintance)। যে সকল বাক্যে 'জানা' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাদের আকার হবে—

X—কে জানে।

এই প্রকার বচনাকারে 'X'-এর স্থলে যে ব্যক্তি জানছেন তাঁর নাম এবং শূন্যস্থানে যাকে বা যে বস্তুকে জানছেন, তার নাম বসালে যে বচনটি হবে সেটি পরিচিতিমূলক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পরিচিতিমূলক জ্ঞান সবসময়ই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

(খ) সাধন জ্ঞান বা কর্মকৌশল অর্থে জানা ("Knowing how") ঃ

অনেক সময় 'জানা' শব্দটি 'কর্মকৌশল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় আমরা 'জানা' শব্দটিকে 'কোন কিছু করতে পারা' বা 'কোন কার্য সাধন করতে পারা'—এই অর্থে ব্যবহার করি। এই অধ্যায়ের শুরুতে প্রদত্ত ছটি বাক্যের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে 'জানা' কথাটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'জানা' মানে 'কোন কাজ করার ক্ষমতা' বা 'কোন কর্মে নৈপুণ্য থাকা'। 'আমি সাঁতার কাটতে জানি'—এর মানে হল ঃ সাঁতার কাটার কৌশল আমার জানা আছে। 'চন্দন মোটর গাড়ী চালাতে জানে'—এর মানে হল ঃ মোটর গাড়ী চালানোর কৌশল চন্দনের জানা আছে। অনুরূপভাবে, 'দেবীবাবু জার্মান

দ্বিতীয় অর্থে 'জানা' শব্দটি 'কর্মকৌশল' অর্থে ব্যবহৃত হয়

ভাষা জানে'—এর মানে হল ঃ দেবীবাবু জার্মান ভাষা বুঝতে পারেন; অর্থাৎ, উনি জার্মান ভাষা পড়তে বা লিখতে বা বলতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই দ্বিতীয় অর্থে 'জানা' বলতে বোঝায় কর্মে কুশলতা বা দক্ষতা। 'জানি', 'জানে'—এই কথাগুলি বাদ দিয়ে বাক্যগুলিকে এভাবে রূপান্তরিত করা যায় ঃ—

আমি সাঁতার কাটতে জানি = আমি সাঁতার কাটতে পারি;

চন্দন মোটর গাড়ী চালাতে জানে = চন্দন মোটরগাড়ী চালাতে পারে;

দেবীবাবু জার্মান ভাষা জানেন = দেবীবাবু জার্মান ভাষা পড়তে বা লিখতে বা বলতে পারেন।

উপরের বাক্যগুলিতে 'জানা' হল 'কৌশল-জ্ঞান'। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৌশল-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয়। অধ্যাপক হসপার্স (Hospers) প্রদত্ত উদাহরণের আলোকে বিষয়টি বোঝা যাক। "তুমি কি ঘোড়ায় চড়তে জান" (Do you know how to ride a horse)? এর উত্তরে আমি বললাম—'হ্যাঁ'। শুধু 'হ্যাঁ' বলাই যথেষ্ট নয়; ঐ কর্মক্ষমতা যে প্রকৃতপক্ষে আমার আছে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথোপযুক্ত পরিস্থিতিতে (appropriate situation) আমাকে ঘোড়ায় চড়ে দেখাতে হবে যে, আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি। আমাকে কেউ একটি ঘোড়া দিল; আমি স্বচ্ছন্দে তার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে লাগলাম; তখন সকলে আশ্বস্ত হল যে, আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি।* কাজেই এই দ্বিতীয় অর্থে 'জানা' বলতে কোন কর্মের কৌশল জানাই যথেষ্ট নয়; কর্মটিকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সাধন করারও ক্ষমতা থাকা চাই। যে সকল বাক্যে 'জানা' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাদের আকার হবে—X-তে জানে।

এই প্রকার বচনাকারে X-এর স্থলে যে ব্যক্তি জানেন, তাঁর নাম এবং শূন্যস্থানে কোন কর্মের সূচক ক্রিয়াপদ বসালে, যে বাক্যটি পাওয়া যাবে সেটি সাধন-জ্ঞানের বা কৌশল--জ্ঞানের প্রকাশক।

(গ) বাচনিক জ্ঞান বা 'জানা যে' (Propositional Knowledge or "Knowing that") ঃ

'জানা' শব্দটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল—বাচনিক অর্থ। আমাদের অধিকাংশ জানাই বাচনিক অর্থে জানা। এই প্রকার জানাকে 'জানা যে' (Knowing that)-ও বলা হয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে প্রদত্ত ছটি বাক্যের মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাক্যে 'জানা' কথাটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সব বাক্যে বাচনিক জ্ঞান প্রকাশ করা হয়, সেগুলিকে সহজেই চেনা যায়। এই বাচনিক জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করতে হলে দরকার "যে" আকারের কোন বাক্যাংশ ("that" -clause)। এই বাচনিক অর্থে 'জানা' বলতে বোঝায় কোন 'বচনকে' সত্য বলে জানা। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যখন এই অর্থে 'জানা' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন আমাদের

'জানা' শব্দটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল—বাচনিক অর্থে জানা

বিবৃতিগুলি (statement) এই প্রকারের হয় ঃ—'আমি জানি যে—', 'রাম জানে যে—', 'হরি জানে যে—', ইত্যাদি। এই বিবৃতিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, 'যে' শব্দটির পর একটি অনুক্ত বচন আছে এবং সেটাই হল বক্তার জানার বিষয়। যেমন, "আমি জানি যে, লালবাবা কলেজের অধ্যক্ষ অরুণ চক্রবর্তী মারা গেছেন।" 'লালবাবা কলেজের অধ্যক্ষ অরুণ চক্রবর্তী মারা গেছেন'—এই বচনটি হচ্ছে আমার জানার বিষয়। অধ্যক্ষ চক্রবর্ত্তী মারা গিয়ে থাকলে আমার জানাটি সত্য হবে, উনি মারা না গিয়ে থাকলে আমার জানাটি মিথ্যা হবে। প্রকৃতপক্ষে, লালবাবা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী অরুণ চক্রবর্ত্তী মারা গিয়েছেন এবং সেজন্য আমার জানাটি সত্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই প্রকার জানার সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ভর করছে—বাক্যে উল্লিখিত "যে-আকারের" (that—Clause) পরবর্তী অংশে বর্ণিত তথ্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের ওপর। কেননা, ঐ অংশেই জানার বিষয়টি প্রকাশ করা যায়।

সত্যতা বা মিথ্যাত্বের ওপর। কেননা, ঐ অংশেই জানার বিষয়...

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, যেসব বাক্যে 'জানা' শব্দটি বাচনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাদের আকার হবে—

X জানে যে ————।

Y জানে যে ————।

তুমি জান যে ————।

আমি জানি যে ————।

এই প্রকারের বচনাকারে X বা Y-এর স্থলে যে ব্যক্তি জানছেন, তাঁর নাম এবং "যে—" আকারের ("that—clause") পরে শূন্যস্থানে কোন বিবৃতিসূচক বাক্য বসালে যে পূর্ণ বাক্যটি পাওয়া যাবে, তা হবে একটি বাচনিক জ্ঞানের প্রকাশক।

আমরা দেখলাম, 'জানা' কথাটি তিনটি ভিন্ন অর্থে—পরিচিতির অর্থে, সাধন জ্ঞান বা কর্মকৌশল অর্থে (অর্থাৎ, কোন কার্য সাধন করার অর্থে), এবং বাচনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিচিতির অর্থে জানা এবং কর্মকৌশল অর্থে জানা বাচনিক অর্থে জানার ওপর নির্ভরশীল

এই তিন প্রকার অর্থের মধ্যে 'জানা' কথাটির বাচনিক অর্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক দর্শনে জ্ঞানের ভাষাগত দিক বা বাচনিক ব্যাখ্যার উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আধুনিক দার্শনিকদের মতে সেই 'জ্ঞানই' জ্ঞান-পদবাচ্য, যাকে বচনে প্রকাশ করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরিচিতির অর্থে জানা এবং কর্মকৌশল অর্থে জানা—বাচনিক অর্থে জানার ওপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল। পরিচিতির অর্থে 'জানা' কথাটি ব্যবহার করে যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়কে জানেন (অর্থাৎ, চেনেন) তখন আমরা ধরে নিই যে, ঐ ব্যক্তির ঐ বিষয় সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা আছে এবং ঐ জ্ঞাত তথ্যগুলিকে তিনি বচনের আকারে প্রকাশ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, 'আমি বিশ্বনাথ লাহাকে জানি'—একথা যখন আমি বলি, তখন সবাই মনে করেন বিশ্বনাথ লাহার সম্পর্কে আমার কিছু জানা আছে এবং সেই তথ্যগুলিকে আমি বচনের আকারে প্রকাশ করতে পারি। যেমন—'আমি জানি যে বিশ্বনাথ লাহা অন্ততঃ একজন পুরুষ মানুষ', এবং 'আমি জানি যে, বিশ্বনাথ লাহা একজন ব্যবসায়ী'। এই প্রকার 'জানা' নিঃসন্দেহে বাচনিক অর্থে জানা।

অনুরূপভাবে, 'জানা' কথাটিকে যখন কেউ সাধন জ্ঞান বা কর্মকৌশল অর্থে ব্যবহার করে, তখন ধরে নেওয়া হয়—ঐ ব্যক্তি ঐ কর্ম বা কাজ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে এবং এই 'জানা'-কে সে বচনের আকারে প্রকাশ করতে পারে। "আমি সাঁতার কাটতে জানি"—এই কথা যখন আমি বলি, যখন সাঁতার কাটার কৌশল সম্পর্কে আমার কিছু তথ্য জানা আছে, যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি। যেমন, 'আমি জানি যে কিভাবে জলে না ডুবে ভেসে থাকতে হয়, এবং 'আমি জানি যে কিভাবে জলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে হয়' এবং তাছাড়াও 'আমি জানি যে খুব বেশীক্ষণ এভাবে জলে ভেসে থাকা যায় না' (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ইত্যাদি।* এই প্রকার জানা নিঃসন্দেহে বাচনিক অর্থে জানা।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তিন প্রকার বিভিন্ন অর্থে 'জানা' বা তিন প্রকার জ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তবে, বাচনিক জ্ঞান অন্য দুই প্রকার জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত (Necessary Condition)। কেননা, আমরা দেখলাম—কোন বিষয়ে পরিচিতিমূলক জ্ঞান বা কোন বিষয়ে সাধন জ্ঞান (বা কর্মকৌশলগত জ্ঞান) হতে গেলে সেই বিষয়ে বাচনিক জ্ঞান থাকা দরকার। বাচনিক জ্ঞানই এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে মৌলিক জ্ঞান। আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জ্ঞান বলতে বাচনিক জ্ঞানকেই বুঝব।"

বাচনিক জ্ঞানই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে মৌলিক জ্ঞান

১। বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত (Necessary and sufficient conditions of propositional knowledge) ঃ

বাচনিক জ্ঞান কাকে বলে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, বাচনিক জ্ঞানই মৌলিক জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হল ঃ বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক (Necessary) এবং পর্যাপ্ত (Sufficient) শর্ত কি কি? ভিন্ন ভাষায় প্রশ্নটিকে এভাবে ব্যক্ত করা যায়—কখন বা কি কি শর্ত পূরণ হলে আমরা বলতে পারি যে, কোন ব্যক্তি কোন বচনকে জেনেছে? কোন একটি বচনের প্রতীক হিসেবে 'W' অক্ষরটি নেওয়া যাক। এখন, কোন্ কোন্ শর্ত পালিত হলে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তি 'W'-কে জেনেছেন? অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা 'W'-কে না জেনেও দাবী করেন যে, তাঁরা 'W'-কে জানেন। সুতরাং ভুল জানা ও সঠিক জানার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ হলে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তি 'W'-কে সঠিকভাবে জেনেছেন। অধ্যাপক হসপার্স (Hospers) বাচনিক জ্ঞানের তিনটি প্রধান শর্তের উল্লেখ করেছেন ঃ—

(ক) বাচনিক জ্ঞানের প্রথম শর্ত ঃ (First condition of propositional knowledge : known proposition must be true) ঃ

জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে। একটি বচনের প্রতীক হিসেবে আমরা 'W' অক্ষরটি নিয়েছি। 'W' নামক যে বচনটিকে আমি জেনেছি, তাকে সত্য হতে হবে। 'W' সত্য না হলে 'W'-কে জেনেছি—এমন কথা বলা যায় না। একটি মূর্ত উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যাক। আমার পুত্র স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। একদিন সুজিত নামে তার এক সহপাঠী বন্ধু এসে বলল—সে জানে, 'কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে।' তার বক্তব্য থেকে এটি প্রতিপন্ন হয় যে, 'প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে' (W)—এ কথা সত্য। যদি 'প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে'-এ কথা সত্য না হয়, অর্থাৎ, যদি সত্যই প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যু না হয়ে থাকে এবং সেজন্য কলেজ বন্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বলি যে, সুজিত সঠিকভাবে জানেই না আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে কিনা। আবার,

কোন বচন সত্য হলে তবেই তাকে 'জানি' বলে দাবী করা যায়

এক্ষেত্রে অন্য একটি বিকল্পও দেখা দিতে পারে। প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যু না হওয়ার জন্য যদি বাস্তবে স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও সুজিত জিদ করে বলে—সে জানে, 'কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে' (W), তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হব যে, 'জানা' কথাটির সঠিক ব্যবহার সুজিত জানে না। কোন বচন বা ব্যাপারকে সত্য বলে তখনই দাবী করা যায়, যখন বচনটির সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকে না। "আমি 'W'-নামক বচনটিকে জানি, কিন্তু 'W'-বচনটি সত্য নয়"—এই জাতীয় উক্তি স্ববিরোধী। কোন বচন সত্য হলে তবেই তাকে 'জানি' বলে দাবী করা যায়। 'জানা'র এই শর্তটিকে 'বিষয়গত শর্ত' (Objective condition) বলা হয়। 'জানা' ক্রিয়াটি যে নিছক মনোগত ব্যাপার নয়, 'জানা' তার বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়,— শর্তটির মাধ্যমে এই কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'জানা' ক্রিয়াটির সঙ্গে 'বিশ্বাস করা', 'আশা করা', 'মনে করা', 'বিস্ময়বোধ করা' প্রভৃতি ক্রিয়ার পার্থক্য আছে। আমি আশা করি—ইন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাবে। কিন্তু ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, ইন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে; এতে কোন স্ববিরোধিতা দেখা দেয় না। কেননা, আমার আশা থেকে একথা প্রতিপন্ন হয় না যে, আমি যা আশা করব তা আবশ্যিকভাবে সত্য হবেই। অনুরূপভাবে, আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার বন্ধু তারকনাথ উকিল হিসেবে খুব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল—তারকনাথ উকিল হিসেবে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এখানেও কোন স্ববিরোধিতা দেখা দেয় না। কেননা, আমার এটি বিশ্বাস ছিল; কিন্তু দেখা গেল যে, সেই বিশ্বাসটি ভুল। কিন্তু 'জানা' ক্রিয়াটি এই জাতের নয়; আমি

যদি জানি যে, ইন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাবে, তাহলে তার দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়া মিথ্যা হতে পারে না। আসলে, বিশ্বাস করা, আশা করা, বিস্ময়বোধ করা, সন্দেহ করা এগুলি হল এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা যার থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সত্যতা অনুমান করা যায় না। কিন্তু 'জানা' শুধু মানসিক অবস্থামাত্র নয়; 'জানার' সঙ্গে জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতা জড়িত থাকে (হসপার্সের ভাষায়—Unlike wondering, believing and doubting, knowing is not merely a mental state; it requires that the proposition you claim to know is true)।

জানার সঙ্গে বিশ্বাস করা, আশা করা, মনে করা, বিস্ময়বোধ করা ইত্যাদির পার্থক্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম—বাচনিক জ্ঞানের প্রথম শর্ত হল, জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে। জ্ঞানের বিষয় সত্য না হলে সেই বিষয়ে জ্ঞান হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় সত্য হলেও সেই বিষয়ে জ্ঞান না হতে পারে।

সত্যতার শর্তটি জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত : পর্যাপ্ত শর্ত নয়

অর্থাৎ সত্যতার শর্তটি জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কেননা, এমন অনেক বচন আছে যেগুলি সত্য, কিন্তু আমরা জানি না। যেমন, পদার্থবিদ্য, জীববিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে এমন অনেক সত্য বচন আছে—যেগুলিকে আমাদের মত দর্শনের লোকেরা জানে না। এই বিশ্বে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে—যেগুলিকে একজন সসীম মানুষ তার সীমিত অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে পারে না। কাজেই কোন বচন শুধুমাত্র সত্য হলেই বলা যাবে না যে, আমি বচনটি জানি বা বচনটির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হয়েছে। জ্ঞান হতে গেলে আরও কিছু শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়।

(খ) বাচনিক জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্ত ঃ সংশ্লিষ্ট বচনের সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে (Second condition of propositional knowledge : We must believe in the truth of the proposition concerned) ঃ

কোন বচন সত্য হলেই হবে না, জ্ঞাতা যদি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবেই বচনটিকে 'জানি' বলে দাবী করা যাবে। কোন একটি বচনের প্রতীক হিসেবে আমরা 'W' নামক অক্ষরটি নিয়েছি। আমি 'W'-কে জানি বলতে হলে শুধু 'W' নামক বচনটি সত্য হলেই চলবে না; আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে 'W' সত্য। বাচনিক জ্ঞানের প্রথম শর্তকে যদি 'বিষয়গত শর্ত' বলা হয়, তাহলে এই শর্তটিকে বলতে হয় 'বিষয়ীগত শর্ত' বা 'জ্ঞাতৃসাপেক্ষ শর্ত' (Subjective condition)। 'জানা' মানেই 'সত্য বলে জানা' এবং 'সত্য বলে জানা'-র মধ্যেই 'সত্য' বলে বিশ্বাস করা লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ, 'জানা'-র মধ্যেই বিশ্বাসের শর্তটি নিহিত থাকে। যদি কোন ব্যক্তি বলেন, "আমি জানি, 'W' নামক বচনটি সত্য, কিন্তু আমি একে সত্য বলে বিশ্বাস করি না", তাহলে শ্রোতারা বলবেন— এই ব্যক্তিটি 'জানা' কথাটির সঠিক অর্থ জানেন না। কেননা, এই জাতীয় উক্তি স্ব-বিরোধী (Self-Contradictory)। এমন কোন বচন থাকতে পারে না, যা একজন ব্যক্তি জানে, অথচ বিশ্বাস করেন না। তার

জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে

কারণ, বিশ্বাস বা জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস হল জানার সংজ্ঞার্থজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য (defining characteristic)।' অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশ্বাস না থাকলে, সেই বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসের শর্তটি জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোন বচনে বা কোন বিষয়ে বিশ্বাস করলেই যে তা সত্য হবে—এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি 'W' নামক বচনটিকে বিশ্বাস করি; শুধুমাত্র সেই কারণেই বলা যায় না যে 'W' নামক বচনটি সত্য হবে। 'W' নামক বচনটিকে বিশ্বাস করা তার সত্য হওয়ার সংজ্ঞার্থজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য নয়। আমাদের বিশ্বাস সত্য হতে পারে; আবার, কখনও কখনও মিথ্যাও হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী আগামী দশ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন; কিন্তু দেখা গেল, চার মাস পরে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন— এতে আমার বিশ্বাসটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হল; কিন্তু এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন স্ব-বিরোধ (Self-contradiction) নেই।

আন্তরিকভাবে কোন কথা বলা এবং তাতে না বিশ্বাস করার মধ্যে স্ব-বিরোধ দেখা দেয়

দৈনন্দিন জীবনে এই জাতীয় ঘটনা প্রায়ঃশই ঘটে। আমি বিশ্বাস করি— আমার বন্ধু গণেশবাবু আজ আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসবেন; কিন্তু তিনি এলেন না। এখানেও আমার বিশ্বাসটি ভুল প্রতিপন্ন হল; সেজন্য এই বিশ্বাসটি 'জ্ঞান' পদবাচ্য হতে পারে না; তা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন স্ব-বিরোধ নেই। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে (sincerely) বলেন—"আমি জানি, ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ-ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল, তবে এতে আমি বিশ্বাস করি না"—তখন স্ব-বিরোধ দেখা দেয়। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বলেন, "আমি জানি, ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ-ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল", তখন এর অর্থ দাঁড়ায়— ঐ ব্যক্তি একটি বিবৃতি (১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ ওষুধ খাইয়ে ডঃ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল) দিচ্ছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিবৃতিটি সত্য। কেননা, 'জানা' মানেই 'সত্য বলে জানা'; কাজেই ঐ ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে বলেন, "আমি জানি, ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ-ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল, তবে এতে আমি বিশ্বাস করি না", তখন তার অর্থ দাঁড়ায়— জেলখানায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হত্যায় ঐ ব্যক্তিটি বিশ্বাস-করেন, আবার শ্যামাপ্রসাদবাবুর হত্যায় উনি বিশ্বাস করেন না। স্পষ্টতঃই এই জাতীয় উক্তি স্ব-বিরোধপূর্ণ। কোন কিছু আন্তরিকভাবে বলার অর্থ হল—যা কিছু আন্তরিকভাবে বলা হয়, তার সত্যতায় বিশ্বাসও করা হয়।

এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। বিশ্বাসের আবার মাত্রাভেদ আছে; বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতার মাত্রা বিভিন্ন রকমের। (অধ্যাপক Hosper-এর ভাষায়—

Believing seems to be a matter of degree; we can believe with various degrees of conviction.....)। আমরা অনেক সময় বলি, "আমি এটি বিশ্বাস করি; কিন্তু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নয়।" এখন প্রশ্ন হল— কতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করলে তবে তা বাচনিক জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করতে সক্ষম বলা যাবে? একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। এই মাত্র খবর পাওয়া গেল— আমি লটারীতে দশ লক্ষ টাকা পেয়েছি। কেউ আমাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, "আমি জানি লটারীতে দশ লক্ষ টাকা পেয়েছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" আমার এই 'বিশ্বাস না হওয়ার' ব্যাপারটি আলঙ্কারিক (rhetorical)। কেননা, ঘটনাটি অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত— যার জন্য এই ঘটনায় বিশ্বাস করতে দেরী হয়। বিশ্বাস যথারীতি করা হয়; তা নাহলে এই ঘটনা শুনে আমি বিস্মিত হতাম না। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কোন ব্যাপার জানি, অথচ মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারছি না—এই দৃষ্টান্তও বাচনিক জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্তের বিরোধী নয়।

আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতার মাত্রাভেদ আছে

আমরা এ পর্যন্ত বাচনিক জ্ঞানের দুটি শর্তের উল্লেখ করলাম—জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে (বিষয়গত শর্ত) এবং বচনটির সত্যতায় জ্ঞাতাকে বিশ্বাস করতে হবে (বিষয়ীগত শর্ত)। এখন প্রশ্ন হল—উপরোক্ত দুটি শর্ত কি জানার পক্ষে পর্যাপ্ত শর্ত? ভিন্ন ভাষায় প্রশ্নটিকে এভাবে ব্যক্ত করা যায়—উপরোক্ত দুটি শর্ত পূরণ হলে কি বলা যাবে 'জ্ঞান হয়েছে'? যদি আমি কোন কিছুতে বিশ্বাস করি এবং আমার বিশ্বাস সত্য হয়, তাহলে কি বলা যাবে যে, আমি তা জানি? সহজ ভাষায় সত্য-বিশ্বাসকে (True belief) কি জ্ঞান বলা যাবে? যদি বলা যায়, তাহলে আমরা জ্ঞানের সহজ সংজ্ঞা দেব—জ্ঞান হল সত্য-বিশ্বাস (Knowledge is true belief) এবং জ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনার সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

বাস্তবিকপক্ষে, সত্য-বিশ্বাস জ্ঞান নয়। সত্যতার শর্ত ও বিশ্বাসের শর্ত যুগ্মভাবেও 'জানা'র পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient condition) নয়। সত্য-বিশ্বাস যে জ্ঞান নয়, তা দু-একটি দৃষ্টান্ত নিলেই বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ডঃ এস্. এন্. পোদ্দার রসায়ন শাস্ত্রের একজন কৃতী অধ্যাপক। আমার বিশ্বাস—ডঃ এস. এন. পোদ্দার শীঘ্রই জাতীয় অধ্যাপক (National Professor) হিসেবে নির্বাচিত হবেন। দেখা গেল—এক বছর পরে সত্যই ডঃ এস্. এন. পোদ্দারকে ভারত সরকার জাতীয় অধ্যাপক (National Professor) হিসেবে নিয়োগ করলেন। এর ফলে আমার বিশ্বাসটি যে সত্য তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন হল—একথা বলা কি সঙ্গত হবে যে, আমি পূর্বেই জানতাম যে ডঃ এস্. এন. পোদ্দার জাতীয় অধ্যাপক হবেন? নিরপেক্ষ উত্তর হল, আমি জানতাম—একথা বলা যাবে না। ভাগ্যক্রমে আমার বিশ্বাসটি (ডঃ পোদ্দারের জাতীয় অধ্যাপক হওয়া) সত্য হয়ে গেছে; এই বিশ্বাসটি মিথ্যা হতেও পারত। এক্ষেত্রে, আমি যে সময়ে ডঃ এস্. এন্. পোদ্দারের জাতীয় অধ্যাপক হওয়ায় বিশ্বাস করতাম, সেই সময়ে আমার বিশ্বাস সত্য ছিল না, পরে সত্য হয়েছে। সুতরাং বিশ্বাসের মুহূর্তে বিশ্বাসটি সত্য বা মিথ্যা কিছুই ছিল না বলে একে জ্ঞান বলা ঠিক হবে না। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে

সত্য-বিশ্বাস জ্ঞান নয়

পারেন—যদি বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সত্যতা একই সঙ্গে বর্তমান থাকে, তাহলে কি সেক্ষেত্রে ঐ সত্য-বিশ্বাসকে জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা যাবে? একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আমার জামাইবাবু ক্যান্সার (Cancer) রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন। প্রথমে জামাইবাবু গলায় কষ্ট অনুভব করতেন। তখন তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। তারপর তাঁর গলার মাংস কেটে বায়োপ্সি করে দেখা গেল সত্যই তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। এক্ষেত্রে, আমার জামাইবাবু যখনই বিশ্বাস করেছেন যে তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে, তখনই তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যাবে না যে আমার জামাইবাবু জানতেন—তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। কেননা, গলায় ক্যান্সার হয়েছে—এটি তাঁর নিছক ধারণা বা বিশ্বাসমাত্র; তিনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি নিশ্চিত হয়েছেন তাঁর গলার মাংস কেটে বায়োপ্সি করার পরে; তার পূর্বে তাঁর বিশ্বাসটি ছিল এক অন্ধ বিশ্বাস। কাজেই প্রশ্ন উঠবে—কখন কোন ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারে যে তার বিশ্বাস সত্য হবেই? বিশ্বাসের সমর্থনে যদি উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, তথ্য এবং যুক্তি থাকে, তবেই এই প্রকারের নিশ্চিতিবোধ জন্মায়। এই প্রসঙ্গই আমাদের বাচনিক্ জ্ঞানের তৃতীয় শর্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই তৃতীয় শর্ত বিশ্বাসের-সমর্থনযোগ্যতার শর্ত।

(গ) বাচনিক জ্ঞানের তৃতীয় শর্ত ঃ বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ (Third Condition of propositional Knowledge ঃ Sufficient evidence in favour of belief) :

কোন বিষয়ে জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকতে পারে এবং এই বিশ্বাস সত্য হতেও পারে। কিন্তু তার জন্য বলা যাবে না যে, তিনি বিষয়টি জানেন। বিশ্বাসের সত্যতা উপযুক্ত তথ্য বা যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমরা অনেক সময় আন্দাজে অনেক কাজ করি এবং তা সফলও হয়। কিন্তু তার জন্য একথা বলা যাবে না, আমাদের বিশ্বাসের সত্যতাই কাজে সফল হওয়ার কারণ। ইংরেজী 'haunch' এবং বাংলা 'অদৃষ্টের জোর' ইত্যাদি কথা উপরোক্ত বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতার বিশ্বাসকে তিনি তখনই 'জ্ঞান' হিসেবে দাবী করতে পারবেন, যখন তিনি তাঁর বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ অন্যের কাছে উপস্থাপিত করতে পারবেন।

বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য, বা যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা চাই

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যায়, ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরে আমার বন্ধু সমরবাবু বললেন—আমি জানি যে, শ্রী পি. ভি. নরসিম্‌হা রাও কংগ্রেসের দলনেতা হবেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। সত্যিই শ্রী পি. ভি. নরসিম্‌হা রাও কংগ্রেসের দলনেতা হলেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। এখানে সমরবাবুর বিশ্বাসটি বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নরসিম্‌হা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটিকে সমরবাবুর 'জানা'—বলা যাবে না। শ্রী রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটি সমরবাবুর অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। এই বিশ্বাসের সমর্থনে

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা

উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার ক্ষমতা সমরবাবুর নেই। কিন্তু একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বললেন ঃ আমি জানি যে পাঁচমাস পরে আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে দুপুর বারোটার সময় সূর্যগ্রহণ হবে এবং কলকাতা শহর থেকে তা দেখা যাবে। সত্যই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বেলা বারোটার সময় সূর্যগ্রহণ হল; কলকাতা শহরে এই গ্রহণ দেখা গেল এবং বহু পুণ্যার্থী ঐ সময়ে গঙ্গাস্নান করলেন। এখানে মাঘী পূর্ণিমায় সূর্যগ্রহণ হওয়ার ব্যাপারটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর 'জানা' বলা যাবে। কেননা, তিনি তাঁরা বক্তব্য উপযুক্ত তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন; পাঁচ মাস পূর্বেই তিনি অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে আগামী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যগ্রহণ হবে। সহজ কথায়, তিনি তাঁর বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারবেন।

উপরোক্ত শর্ত তিনটি উল্লেখ করে আমরা 'জানা' বলতে কি বোঝায়, তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে পারি ঃ—

(১) যদি জ্ঞাত বচনটি সত্য হয়,

(২) যদি জ্ঞাত বচনটির সত্যতায় জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকে, এবং

(৩) যদি ঐ বিশ্বাসের সমর্থনে জ্ঞাতা উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত তথ্য, বা যুক্তি বা সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারেন,—তবেই 'জেনেছি'—একথা বলা যাবে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন—পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে কি বুঝি ? কি পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে তা পর্যাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে ? বলা বাহুল্য, যত সাক্ষ্যপ্রমাণই আমাদের হাতে থাকুক না কেন, কোন বিশ্বাস বা বচনের সত্যতার সমর্থনে আরও তথ্য বা সাক্ষ্য পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন—পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হল পূর্ণ বা সমগ্র সাক্ষ্যপ্রমাণ। কিন্তু পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বহু প্রচলিত এবং স্বীকৃত জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কোন কোন দার্শনিক প্রস্তাব বরেন—যে পরিমাণ তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ কোন বিষয়কে জানার পক্ষে যথেষ্ট, তাকেই পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চক্রক দোষ দেখা দেয়।

কেননা, সাক্ষ্যপ্রমাণের পর্যাপ্ততা বিচার করতে গিয়ে 'জানার দৃষ্টিভঙ্গী' থেকে 'জানার সংজ্ঞা' দেওয়ার চেষ্টা হয়। কাজেই দেখা যায়, জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কোন প্রকার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা বলব ঃ—উপরোক্ত তিনটি শর্ত পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত; আর শর্ত তিনটি সংযুক্ত করলে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত পাওয়া যায়—এমন বলা চলে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নক্তো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি ঃ—

(i) বাচনিক জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত হল ঃ জ্ঞাত বচনের সত্যতা + জ্ঞাত বচনের সত্যতায় বিশ্বাস + এই বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ।

(ii) বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত হল ঃ জ্ঞাত বচনের সত্যতা, অথবা জ্ঞাত বচনের সত্যতায় বিশ্বাস, অথবা এই বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ।

৩। 'জানা' শব্দটির সবল অর্থ ও দুর্বল অর্থ (Strong sense of 'know' and wedak sense of 'know') ঃ

'জানা' কথাটির দুটি অর্থ—দুর্বল অর্থ ও সবল অর্থ

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সাধারণতঃ তিনটি শর্ত পূরণ হলেই জ্ঞান হয়েছে বা কোন কিছু জেনেছি বলা যায়। এই শর্তগুলি হল—(১) জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে; (২) জ্ঞাত বচনটির সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে; (৩) এই বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকবে। দৈনন্দিন জীবনে 'জানা' কথাটিকে আমরা এই অর্থেই ব্যবহার করি। আমরা বলি—আমি জানি যে, বরফ সাদা; আমি জানি যে, আমি পড়তে এবং লিখতে পারি; আমি জানি বায়ুর চেয়ে ভারী বস্তু মাটিতে পড়ে যায় ইত্যাদি। অন্য একজন ব্যক্তি আমার এই উক্তিগুলির সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলতে পারেন—আমি যে বিষয়গুলিকে 'জানি' বলছি, তা প্রকৃত 'জানা' নয়। এই প্রসঙ্গেই 'জানা' কথাটির দুটি অর্থ দেখা যায়—'দুর্বল অর্থে' (weak sense) জানা এবং 'সবল অর্থে' (strong sense) জানা। অধ্যাপক হসপার্স প্রদত্ত উদাহরণের আলোকে আমরা 'জানা' কথাটির এই দুটি ভিন্ন অর্থ ('দুর্বল অর্থ' এবং 'সবল অর্থ') সুস্পষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করব।

ধরা যাক, আমি একদিন বললাম—"আমার অফিসে একটি বই রাখার আলমারী বা বুক-কেস আছে" (There is a book case in my office)। তখন কেউ হয়ত আমার বক্তব্যকে স্বীকার করতে চাইল না। তখন আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত উক্তিগুলি করি—(১) সত্যই আমার অফিস ঘরে একটি বই রাখার আলমারি আছে; অর্থাৎ আমি যা জানি, তা সত্য; (২) আমার জ্ঞাত বচনটির সত্যতায় আমি বিশ্বাস করি; (৩) আমার বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমি দিতে পারি। এই সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি বলি—আমি অনেক বছর ধরেই বুক-কেসটি ব্যবহার করে আসছি এবং এই বুক-কেস থেকে আমি প্রায়ঃশই বই নিই। আজই অধ্যাপক অরুণ মুখার্জীকে এই বুক-কেস থেকে একটি বই দিয়েছি এবং ক্লাশে যাওয়ার তিন চার মিনিট পূর্বে আমি নিজে ঐ বুক কেস থেকে হিউমের লেখা একটি বই বের করে নিয়েছি।

'জানা' কথাটির দুর্বল অর্থ

এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আমার উক্তিটির (আমার অফিসে একটি বুক-কেস আছে) সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তিনি আশ্বস্ত হলেন না। তখন তাঁকে নিয়ে আমার অফিস ঘরে গেলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম—বুক-কেসটি নির্দিষ্ট স্থানেই রয়েছে। তখন আমি সংশয়কারী ব্যক্তিটিকে বললাম—"আমি জানি, বুক-কেসটি ওখানে আছে; বুক-কেসটি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সঠিক; কেননা, 'জানা'র তিনটি শর্তই আমি পূরণ করেছি।" দৈনন্দিন জীবনে 'জানা' শব্দটিকে আমরা এই অর্থেই ব্যবহার করি। অধ্যাপক হসপার্সের (Hospers) মতে, এটি 'জানা' কথাটির দুর্বল অর্থ (weak sense)। কেননা, উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্বাসটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।

আমরা দেখলাম, 'জানা' ক্রিয়াপদটির তৃতীয় শর্ত হল—বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ চাই। 'জানা' শব্দটির এই তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে কোন কোন দার্শনিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, "W-নামক বচনটিকে জানি" মানে 'W' বচনটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করার পক্ষে আমার উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে— একথা বলাই যথেষ্ট নয়। 'W'-নামক বচনটি জানি" মানে W-কে সত্য বলে বিশ্বাস করার পক্ষে আমার পর্যাপ্ত বা পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্যপ্রমাণ (Conclusive proof) আছে। হসপার্স প্রদত্ত পূর্বের উদাহরণটি নেওয়া যাক। আমি বললাম—"আমার অফিসে একটি বুক কেস আছে" এবং আমার বক্তব্যের সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করলাম। একজন ব্যক্তি আমার বক্তব্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—আমি যা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছি, তা উপযুক্ত হলেও পর্যাপ্ত নয়। তখন ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আমি এবং ঐ সংশয়প্রকাশকারী ব্যক্তি একসঙ্গে

অফিস ঘরে গেলাম। দুজনে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে, অফিস ঘরটির যেস্থানে বুককেসটি ছিল, সেখানে সেটি নেই। এতেই প্রমাণিত হল, "আমার অফিসে একটি বুককেস আছে"—এই 'জানাটি' বা এই জ্ঞানটি সঠিক নয়। আমি যখন ক্লাশে ছিলাম, তখন কেউ বুককেসটিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই "আমার অফিসে একটি বুক-কেস আছে"—এই জ্ঞানটি বা এই 'জানাটি' সবল অর্থে জানা নয়। সবল অর্থে 'জানা' বলতে সেই প্রকারের জ্ঞানকে বোঝায় যেখানে জ্ঞাত বচনটিকে অবশ্যই সত্য হতে হবে, বচনটির সত্যতার উপর জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকবে এবং জ্ঞাতার নিকট সংশ্লিষ্ট বচনের সত্যতা প্রমাণের জন্য পর্যাপ্ত বা পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্যপ্রমাণ (Conclusive proof) থাকবে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে 'দুর্বল' অর্থে জানা এবং 'সবল' অর্থে জানার মধ্যে পার্থক্য নিধারণ করা যাক। 'দুর্বল' অর্থে জানার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণের দাবী উপযুক্ত বা উত্তম সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সেজন্য 'দুর্বল' অর্থে আমরা যেসব বিষয় জানি, সেগুলি ভবিষ্যতে মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে পারে। অপরপক্ষে, 'সবল' অর্থে জানার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণের দাবী পূর্ণাঙ্গ বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ (Conclusive proof) পর্যন্ত বিস্তৃত; সেজন্য 'সবল' অর্থে আমরা যেসব বিষয় জানি, সেগুলি ভবিষ্যতে মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে পারে না—সেগুলি অবশ্যই সত্য হবে।

'জানা' কথাটির সবল অর্থ

আমরা দেখলাম—প্রাত্যহিক জীবনে 'জানা' কথাটিকে আমরা 'দুর্বল' অর্থে ব্যবহার করি। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে-সব বিষয় জানি, সেগুলির সত্যতা প্রমাণ করার পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকলেও পর্যাপ্ত বা পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্যপ্রমাণ (Conclusive proof) থাকে না; তাই সেই বিষয়গুলিকে জেনেছি—একথা বলা যায় না। কিন্তু দার্শনিকের লক্ষ্য হল—নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান অর্জন করা। তিনি জানতে চান—'সবল' অর্থে জানা যায় এমন বাক্য বা বচন আছে কি? অর্থাৎ, এমন বাক্য বা বচন আছে কি যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য? এই প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিকগণ একমত হতে পারে নি। বেশীর ভাগ দার্শনিক মনে করেন, 'সবল' অর্থে জানি-এরূপ বচনের অস্তিত্ব নেই। কেননা, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে সব বিষয়কে জানি, তাদের সত্য বলে বিশ্বাস করার পক্ষে আমাদের পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে—এই দাবী কখনই

করতে পারি না। সর্বদাই কোন না কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য দুপ্রকারের বচন আছে যেগুলির সম্বন্ধে একজন চরম সংশয়বাদীও (Seceptic) সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন না। এই দুই প্রকার বচন সম্বন্ধে আমাদের 'জানা'—হল 'সবল' অর্থে জানা। এই দুই প্রকার বচন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বপ্রমাণিত বা অন্যপ্রমাণ নিরপেক্ষ।

প্রথমতঃ, আমি আমার নিজের অস্তিত্ব বা মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে বচনগুলি ব্যক্ত করি, একজন সংশয়বাদীর পক্ষে তা খণ্ডন করা সম্ভব নয়। যেমন, যখন আমি বলি—'আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে', বা 'আমার কান কট্ কট্ করছে', বা 'আমি তন্দ্রাভিভূত',—তখন এই জাতীয় উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কেউ আমার কাছ থেকে কোন তথ্যা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ চায় না। আসলে, আমি মাথার যন্ত্রণা অনুভব করছি— এই ঘটনাই 'আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে'—এই বাক্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ। (অধ্যাপক হসপার্সের ভাষায়—The fact that I have the pain is my sole and sufficient evidence that the statement is true.)। উপরের উক্তিগুলি আত্ম-চেতনার বিষয় এবং সেজন্য স্বয়ং প্রমাণ সিদ্ধ। যে সব বিষয়ের জ্ঞানের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয়, এগুলি সে জাতীয় বিষয় নয়।

যা আত্ম-চেতনার বিষয়, তা স্বয়ংপ্রমাণ-সিদ্ধ

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্লেষক বচনের সত্যতা সম্বন্ধেও একজন সংশয়বাদী কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন না। অধ্যাপক হসপার্সের মতে, বিশ্লেষক বচন হল সেই বচন যার বিধেয় পদে উদ্দেশ্যের আংশিক বা সামগ্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেমন, "সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব", "রক্তজবা হয় লাল" ইত্যাদি বচনগুলি হল বিশ্লেষক বচন। এই জাতীয় বচনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এই জাতীয় বচন সত্য, না মিথ্যা—তা জানার জন্য জাগতিক অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হতে হয় না। এই জাতীয় বচনের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করলেই বচনটি সত্য, না মিথ্যা তা জানা যায়; অন্য কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

বিশ্লেষক বচনের সত্যতা সম্বন্ধেও সংশয় প্রকাশ করা যায় না

উপরোক্ত দুপ্রকার বচনকে 'জানা' হল 'সবল' অর্থে জানা। দার্শনিকের লক্ষ্য হল—সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করা। তাই দার্শনিকের কাছে সেই 'জানাই' সঠিক জানা যা 'সবল' অর্থে জানা যায়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ